

শ্রীমদ্ভগবদগীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন



মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



গীতা শিক্ষার বিস্তৃতি মানবতাবোধ আর সম্প্রীতি



গীতা শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের একাংশ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত
“শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন”
 (প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত)

উপদেষ্টা ও সম্পাদনায় :	শ্রী রঞ্জিত কুমার দাস (অতিরিক্ত সচিব) প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়
স্বত্ব :	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ ও ছবি সংযোজন :	শ্রী সৌরেন্দ্র নাথ সাহা (উপসচিব) উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়
সহযোগিতায় :	শ্রীমতি কাকলী রাণী মজুমদার উপ প্রকল্প পরিচালক (কর্মসূচি: বাস্তব ও প্রশিক্ষণ) মশিগশি কার্যক্রম-৫ম পর্যায়
	শ্রী মদন চক্রবর্তী উপ প্রকল্প পরিচালক (মাঠসেবা), মশিগশি কার্যক্রম-৫ম পর্যায়
	শ্রী নিতাজিত মহাজন সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ), মশিগশি কার্যক্রম-৫ম পর্যায়
	শ্রী নিরুপম ধর সহকারী প্রকল্প পরিচালক (মনিটরিং), মশিগশি কার্যক্রম-৫ম পর্যায়
	শ্রী সুজিত বিশ্বাস সহকারী প্রকল্প পরিচালক (আইসিটি), মশিগশি কার্যক্রম-৫ম পর্যায়
	শ্রী সমীর কুমার বিশ্বাস, মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর মশিগশি কার্যক্রম-৫ম পর্যায়
কম্পিউটার কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রকাশনায় :	শ্রী সুবল চন্দ্র মন্ডল, কম্পি. অপা. মশিগশি কার্যক্রম-৫ম পর্যায়
	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ সংখ্যা :	১৫,০০০ কপি
প্রথম প্রকাশকাল :	মে, ২০১৯ খ্রি.
মুদ্রণ ও বাঁধাই :	এন আমিন এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা -১০০০

মুখবন্ধ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মাঝে নৈতিকতা ও ধর্মীয়চর্চার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে “গীতা শিক্ষা” কার্যক্রম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি অন্যতম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী উপলব্ধিতে এনে একটি শোষণমুক্ত, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের নিকট গীতাচর্চার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকায় গীতা শিক্ষার প্রকৃত অনুশীলনের ক্ষেত্রে সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষের বাসনাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতেই বর্তমান অসাম্প্রদায়িক সরকার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের আওতায় “গীতা শিক্ষা” কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং নীতি ও নৈতিকতাসম্পন্ন জাতি গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। অধিকাংশ ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত ভাষা বোধগম্য না হওয়ায় গীতাচর্চার বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন। এ সত্যকে উপলব্ধি করেই প্রকল্পের গীতা শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়েই প্রণয়ন করা হয়েছে “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন”। সমগ্র গীতার ১৮টি অধ্যায়ের ৭০০টি শ্লোকের মধ্য থেকে সর্বমোট ৪৮টি শ্লোককে এ বইয়ে নির্বাচন করা হয়েছে। “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন” “বইটিতে ৪৮টি মূল শ্লোকের প্রতিটির সংস্কৃত উচ্চারণ, সরলার্থ, গদ্য ও পদ্য ছন্দে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকল্পের গীতা শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিকতা এবং শ্লোকের

বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে সহজতর উপায়ে পাঠকের কাছে উপযোগী করে তুলে ধরার অভিপ্রায় থেকেই এ প্রকাশনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন” প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের গীতা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক বই হিসেবে ফলপ্রসূ হবে- এ আমার বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, অন্যান্য সাধারণ পাঠকেরও এ বইটি বিশেষভাবে কাজে লাগবে বলেই আমি মনে করি।

“শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন” বইটি প্রণয়নে প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, উপ-প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রধান কার্যালয়ের সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণ, মাষ্টার ট্রেইনার ও অন্যান্য সুধীজন যারা বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। বইটির প্রথম মুদ্রণে কোন অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহবান জানাচ্ছি এবং পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধনেরও প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোকে সনাতন ধর্মাবলম্বী কিশোর কিশোরীসহ সকলকে আলোকিত করতে “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন” বইটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।



রঞ্জিত কুমার দাস

(অতিরিক্ত সচিব)

প্রকল্প পরিচালক

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

ফোন-০২-৯৬৩৫১৫০ (অফিস)

শুভেষনা

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় একটি সংস্থা। নানা প্রকল্প ও কর্মসূচীর মাধ্যমে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তাঁর কল্যাণ উদ্বুদ্ধকরণ ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। অন্তঃধর্ম ও আন্তঃধর্ম সম্প্রীতির ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ ট্রাস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অতি সক্রিয় একটি প্রকল্প হচ্ছে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম। দীর্ঘকালব্যাপী এ প্রকল্পের চারটি পর্যায় সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ার পর পঞ্চম পর্যায় চলছে। আশা করি এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম - এর সিদ্ধান্ত অনুসারে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

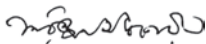
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের অংশ হয়েও বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও জীবনচর্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থরূপে পঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে 'গীতা' থেকে পাঠ করা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসু অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা শুধু অর্জুনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, তা ধর্ম-জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের জ্ঞানের আকর এবং সম্পদে-বিপদে অনুসরণীয় উপদেশাবলি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মোট আঠারটি অধ্যায় এবং সাতশত শ্লোক রয়েছে। সবগুলো শ্লোকই প্রয়োজনীয়। তবু কিছু শ্লোক রয়েছে, যেগুলো চলার

পাথেয় সার্বক্ষণিক সাথী হতে পারে। তাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের কর্মসূচি হিসেবে গীতার কতকগুলো শ্লোক নির্বাচন করে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন' একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ শ্লোক সংকলনটি সারাদেশে প্রচারিত হলে হিন্দুসম্প্রদায়ের লোকেরা অতি সহজে হাতের কাছে গীতার শিক্ষা পেয়ে যাবেন। এ শিক্ষা তাঁদের নৈতিকমান উন্নত করার সহায়ক হবে। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।

গীতা থেকে শ্লোক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ আমাকেও সংযুক্ত করেছিলেন বলে খুবই সম্মানিতবোধ করেছি। তদুপরি শূভেচ্ছাবাগী প্রদানের অনুরোধ জানানোর জন্যও সক্তজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'নির্বাচিত শ্লোক সংকলন' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে যে মহদভীষ্মা প্রকাশিত হয়েছে, তা সার্থক হোক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কল্যাণ, সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিনত হোক, এ আশাবাদ সারা অন্তর দিয়ে ব্যক্ত করছি। শুভমন্তু। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।



(অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী)

ট্রাস্টি

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়
'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন'

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	মুখবন্ধ	০৩-০৪
২.	শুভেষনা	০৫-০৬
৩.	সূচিপত্র	০৭-০৯
৪.	মানব জীবনে গীতার সার্থকতা	১০-১৪
৫.	সামাজিক অনুষ্ঠানে গীতা পাঠের নমুনা (প্রকল্পের শিক্ষকদের জন্য)	১৫
৬.	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রথম অধ্যায় : অর্জুনবিষাদ-যোগ (শ্লোক নং-১)	১৬
৭.	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-৩)	১৭
৮.	দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-৭)	১৮-১৯
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-১৩)	২০
১০.	দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-২২)	২১
১১.	দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-৪৭)	২২
১২.	তৃতীয় অধ্যায়: কর্মযোগ (শ্লোক নং-১৩)	২৩
১৩.	তৃতীয় অধ্যায়: কর্মযোগ (শ্লোক নং-৩৫)	২৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১৪.	তৃতীয় অধ্যায়: কর্মযোগ (শ্লোক নং-৩৭)	২৫
১৫.	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৭)	২৬
১৬.	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৮)	২৭
১৭.	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৯)	২৮
১৮.	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১১)	২৯
১৯.	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১৩)	৩০
২০.	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৪)	৩১
২১.	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৮)	৩২
২২.	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৯)	৩৩
২৩.	পঞ্চম অধ্যায়: কর্মসন্ন্যাসযোগ (শ্লোক নং-১৮)	৩৪
২৪.	পঞ্চম অধ্যায়: কর্মসন্ন্যাসযোগ (শ্লোক নং-২৫)	৩৫
২৫.	ষষ্ঠ অধ্যায়: অভ্যাসযোগ (শ্লোক নং-১৭)	৩৬
২৬.	সপ্তম অধ্যায়: জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১৪)	৩৭
২৭.	সপ্তম অধ্যায়: জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১৯)	৩৮
২৮.	অষ্টম অধ্যায়: অক্ষরব্রহ্মযোগ (শ্লোক নং-৫)	৩৯
২৯.	অষ্টম অধ্যায়: অক্ষরব্রহ্মযোগ (শ্লোক নং-১৬)	৪০
৩০.	নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ (শ্লোক নং-২২)	৪১
৩১.	নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ (শ্লোক নং-২৬)	৪২
৩২.	নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ (শ্লোক নং-৩৪)	৪৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩৩.	দশম অধ্যায়: বিভূতিযোগ (শ্লোক নং-১০)	৪৪
৩৪.	একাদশ অধ্যায়: বিশ্বরূপ দর্শনযোগ (শ্লোক নং-১৮)	৪৫
৩৫.	একাদশ অধ্যায়: বিশ্বরূপ দর্শনযোগ (শ্লোক নং-৩৮)	৪৬
৩৬.	দ্বাদশ অধ্যায়: ভক্তিযোগ (শ্লোক নং-১৬)	৪৭
৩৭.	দ্বাদশ অধ্যায়: ভক্তিযোগ (শ্লোক নং-২০)	৪৮
৩৮.	ত্রয়োদশ অধ্যায়: ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ বিভাগযোগ (শ্লোক নং-১৩)	৪৯
৩৯.	চতুর্দশ অধ্যায়: গুণত্রয় বিভাগযোগ (শ্লোক নং-২৭)	৫০
৪০.	পঞ্চদশ অধ্যায়: পুরুষোত্তমযোগ (শ্লোক নং-১)	৫১
৪১.	পঞ্চদশ অধ্যায়: পুরুষোত্তমযোগ (শ্লোক নং-৭)	৫২
৪২.	ষোড়শ অধ্যায়: দৈবাসুর-সম্পদ বিভাগযোগ (শ্লোক নং-১-৩)	৫৩-৫৪
৪৩.	ষোড়শ অধ্যায়: দৈবাসুর-সম্পদ বিভাগযোগ (শ্লোক নং-২১)	৫৫
৪৪.	সপ্তদশ অধ্যায়: শ্রদ্ধাত্রয়যোগ (শ্লোক নং-২৩)	৫৬
৪৫.	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৪২)	৫৭
৪৬.	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৪৭)	৫৮
৪৭.	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬১)	৫৯
৪৮.	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬৫)	৬০
৪৯.	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬৬)	৬১
৫০.	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৭৩)	৬২
৫১.	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৭৮)	৬৩
৫২.	মহাভারতে বংশ পরিচয়	৬৪

মানব জীবনে গীতার সার্থকতা

ড. মহানামব্রত ব্রক্ষচারী

(শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী, প্রথম খন্ড থেকে সংগৃহীত, পৃ: ২০৯)

গীতার জন্ম একটি ছোট্ট ঘটনার মধ্যে। একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে গীতার জন্ম হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে যুদ্ধের জন্যে দু' পক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। গীতার জন্ম হয়ে যাচ্ছে।

বেঁচে থাকতে গেলে স্ট্রাগল করতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও ভেতরে প্রতিনিয়ত একটা যুদ্ধ। যুদ্ধটা একটা কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের কাজ, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হ'ল যুদ্ধ। অর্জুনের মধ্যে সেই কর্তব্য-সেই ধর্ম আছে, আবার একটা দ্বন্দ্বও আছে, কনফ্লিক্ট আছে। একদিকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হ'ল যুদ্ধ, আরেকটা জিনিস হ'ল আত্মীয় স্বজনের প্রতি অর্জুনের ভালোবাসা। এই দু'য়ের দ্বন্দ্ব অর্জুনের। এই সমস্যার কথা ভাবতে অর্জুনের গলা শুকিয়ে গেল, শরীর হিম হয়ে গেল। অর্জুনের মধ্যে আছে একটা পলিটিক্যাল ভ্যালু, অন্যটি ডোমেস্টিক ভ্যালু। জীবনের জন্য সুখ চাই, স্বাস্থ্য চাই, খেলাধুলা চাই, সম্প্রীতি চাই, বাক্ স্বাধীনতা চাই ইত্যাদি কয়েকটি জিনিস চাই। কিন্তু আমরা সব পাই না। স্বাস্থ্য

একটা সম্পদ, বিদ্যাও একটা সম্পদ। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ায় বিদ্যা পেলাম না। আবার বিদ্যার যোগ্যতা ছিল কিন্তু অর্থ নাই। এভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা দ্বন্দ্ব কনফ্লিক্ট লেগে আছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল কিন্তু দেশ বিভাগ হয়ে যে ব্লাণ্ডার হ'ল, তার জন্যে দুঃখ ৪০ বছর ধরে ভোগ করছি।

এমনকি তার জন্যে শতাব্দীও কেটে যেতে পারে। আমরা স্বাধীনতা এবং দেশের অখণ্ডতার দ্বন্দ্ব হেরে গেলাম। এরকম জীবনের দ্বন্দ্ব অর্জুনের সামনে। মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত এই দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব-দুঃখের মধ্যে একটা উপায় আছে। দ্বন্দ্ব দুঃখে মানুষ যখন বিভ্রান্ত তখন উপায় বলে দিতে পারে একমাত্র সারথি। অর্জুনের দ্বন্দ্ব উপায় সারথি। আমি আমার ইচ্ছায় চলি না। একটা নির্ভরতা করতে হয়। একটা গাইড আছে জীবনে, সে উপদেশ দেয়। মন্দ কাজ করতে গেলে বিবেক বাধা দেয়। এই বিবেকই গাইড। এই বিবেকই সারথি। অর্জুনের রথের যে সারথি তিনি গাইড তিনি বিবেক। পার্থসারথি অর্জুনকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দ্বন্দ্ব ক্ষতবিক্ষত হয়ে অর্জুন যেখানে সারেভার করছেন, সেখানে শুরু হ'ল সারথির উপদেশ। জীবন সঙ্কট থেকে রক্ষা পাই কি করে, তার সমাধান

দিচ্ছেন সারথি । তারই জন্যে ছোট্ট একটা ঘটনা মাঠের মধ্যে একটা যুদ্ধ এবং যুদ্ধের মধ্যে জীবন- সঙ্কটের মধ্যে গীতা ।

প্রশ্ন আসে গীতা আমাদের জীবনে কী দিতে পারে? জীবনে কর্ম করতে হয় । কর্ম না করে থাকবার কোন উপায় নেই । কর্ম থেকে দূরে থাকা যায় না, পালানো যায় না । একটু ক্ষণও কর্ম না করে থাকা যায় না । কর্ম করলে গেলে কিন্তু দুটি জিনিস আছে । একটা কর্ম ফলাকাজক্ষা । সকলেরই আছে সেটা । পরীক্ষা দিলে ফল কে না আশা করে? কিন্তু এটাই- এই ফলাকাজক্ষাই কর্মের একটা দোষ । আসলে কর্তব্যই কর্তব্যের লক্ষ্য ।

কর্মের পর যদি ভাবা যায়, তারপর কী হবে, এইভাবে ভাবতে ভাবতে শেষ আর হয় না । কর্মের দুটো বিষ দাঁত । একটি এই আকাঙ্ক্ষা, আর একটি অহংকার । সফল হলেই আসে আমিভ্ব বোধ । আমি এই করেছি-এই ভাবেই আসে অহংকার । কিন্তু জগদ্ধিতায় কর্ম করতে হয় । সর্বদা ভাবতে হবে কর্মের কর্তৃত্বটা আমার নয় । কর্তৃত্ব চিন্তাটি ত্যাগ করতে হবে, ফলের আশা অধিকারটিও ত্যাগ করতে হবে । অর্জুনকে এই কথাই বলা হচ্ছে । কর্মের

ফল সম্বন্ধে মোহ ছাড়তে হবে, আর অহংকার ছাড়তে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ফলটি তুমি আমাকে দাও। জগদ্ধিতায় কাজ কর। অহংকার ত্যাগ কর। এই যুদ্ধে তুমি নিমিত্ত মাত্র। সমস্ত সংসারের সর্ব কর্মের কর্তা আমি। আমিই সব করি। তুমি আমার হাতের যন্ত্র হও। অহংকার শূন্য হয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর। তুমি একেবারে আমার হয়ে যাও। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, শুধু কর্মফলই নয়, তোমার সমগ্র সত্তাটিকে আমাতে সমর্পণ কর। তুমি একেবারে আমার হয়ে যাও। আমাকে আত্মদান কর। জুতোর চলাটা অর্থাৎ জুতো পায়ে দিয়ে চলার ফলটা জুতোর নয়, যে জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটছে তার। তুমি শূন্য হয়ে যাও। তুমি আছ বটে, তবে তোমাকে পাদুকার মত আমি পায়ে দিয়ে চলছি। তুমি পাদুকা মাত্র। এরকম অনেক বোঝালেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর অর্জুন আত্মসমর্পণ করলেন। বাঁশী যে বাজে বাঁশীর কোন কর্তৃত্ব নয়, বাঁশরীয়াই তার বাজানোর গুণে মুগ্ধ করে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাদুকাও হলেন, বাঁশীও হয়ে গেলেন।

আমাদের জীবনের সব দুঃখের কারণ আমাদের মধ্যে

ছোটত্বের বোধ। একটা বিরাটের সঙ্গে যোগ প্রয়োজন।
'ভূমৈব সুখম, নান্নৈ সুখমস্তি।' ভূমা মানে বিরাট, ব্রহ্ম।
একটা বিশালত্বের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করলে দুঃখ থাকে
না। আমার শরীর, আমার অর্থ, আমার পুত্র, আমার বিষয়
ইত্যাদি চিন্তা করলেই দুঃখ। এই ছোট চিন্তা ছেড়ে একটা
পরম বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই দুঃখটা পালিয়ে যায়।
একটা ছোট খালের জল বড় নদীর জোয়ারে ভরে যায়।
আবার ভাটায় ফুরিয়ে যায়। তার দুঃখ নেই। কারণ বড়
নদীর সঙ্গে যে যোগ আছে। তার জল কোন দিন পঁচে না।
কিন্তু ছোট দীঘির জল পঁচে যেতে পারে।

অর্জুন এতক্ষণ ছিলেন নানা ক্ষুদ্র চিন্তায়। আমি তৃতীয়
পাণ্ডব। আমি অমুক, আমি শক্তিদ্বর ইত্যাদি। তাই দুঃখ।
তাই দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকে একটু ওপরে উঠে গেলেই মুক্তি।
অর্জুনকে যখন বিরাটত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হ'ল,
অর্জুন তখনই দুঃখমুক্ত হয়ে গেলেন। শ্রুতির এই
তত্ত্বটিকেই গীতা রূপ দিয়েছে। গীতা মানুষের জীবনের
একটা অপরিহার্য সম্বল ও সম্পদ। গীতার মত একটা
কল্যাণকর জিনিস মানবজীবনে আর নাই। মানুষের
জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ গাইড গীতা।

সামাজিক অনুষ্ঠানে গীতা পাঠের নমুনা (প্রকল্পের
শিক্ষকদের জন্য)

নং	বিষয়
১.	: ওঁ তৎ সৎ
২.	: গুরু প্রণাম মন্ত্র
৩.	: কৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র
৪.	: ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
৫.	: শ্লোক পরিচিতি (অধ্যায়, যোগ ও শ্লোক নং)
৬.	: মূল শ্লোক
৭.	: সরলার্থ
৮.	: মঙ্গল মন্ত্র
৯.	: ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
প্রথম অধ্যায়: অর্জুনবিষাদ-যোগ (শ্লোক নং-১)
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পান্ডবাস্চৈব বিমকুর্বত সঞ্জয়া ॥ ১/১

২. উচ্চারণ:

ধর্মক্-ক্ষেত্রে কুরুক্-ক্ষেত্রে ছমবেতা ইয়ুইয়ুৎসবহ্

মামকা পান্ডবাস্চৈব কিম্ অকুর্বত হঞ্জয়া ॥ ১/১

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়ে

ঘোরতর যুদ্ধহেতু পরস্পরে লয়ে,

মম পক্ষ যোদ্ধা আর পান্ডব নিশ্চয়

কি করিল প্রকাশিয়া বল হে সঞ্জয় । ১/১

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

ধৃতরাষ্ট্র বললেন-হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করার
মানসে সমবেত হয়ে আমার পুত্রগণ এবং পান্ডুর পুত্রগণ কি
করল?

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয়্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২/৩

২. উচ্চারণ:

ক্লৈব্যং মাছমো- গমহ্ পার্থ নৈতৎ ত্বয়ি উপোপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং-হৃদয়ো দৌর্বল্যং তইয়ক্তা উত্তিষঠো পরন্তপ । ২/৩

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

ক্লীবত্বের না হইয়ো তুমি দাস
এ অসম্মান নাহি তোমার শোভা পায়,
ক্ষুদ্র হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগি
উঠে দাড়াও হে রিপু সংহারকারী! ২/৩

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান্ বললেনঃ হে পার্থ! এ অসম্মানজনক ক্লীবত্বের
বশবর্তী হইয়ো না । এ ধরনের আচরণ তোমাতে শোভা পায়
না । হে পরন্তপ (অর্জুন)! হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা
পরিত্যাগ করে তুমি উঠে দাঁড়াও ॥ ২/৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-৭)

অৰ্জুন উবাচ

১. মূল শ্লোক:

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ ।
যচ্ছেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তনুে শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥২/৭

২. উচ্চারণ:

কার্পণ্য-দোষ উপহত-স্বভাবহ্ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম-ছংমূঢ়চেতাহ্ ।
ইয়োং শ্রেয়হ্ ছ্যাং নিশ্চিতং ব্রুহি তনুে শিষ্যস্তে অহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥২/৭

৩. সরলার্থ- পদ্য ছন্দে:

কুলক্ষয় দোষ আর চিত্তদীনতায়
অভিভূত হয়ে আছি ধর্মমুঢ় প্রায়;
নিশ্চয় করিয়া বল, জিজ্ঞাসি তোমায়,
উপদেশ কর মোরে শ্রেয় যাহা হয়;
তোমার শরণাগত, তব শিষ্য আমি,
শিক্ষা দাও মোরে প্রভু, কৃপা করি তুমি ॥ ২/৭

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

অর্জুন বললেনঃ কার্পন্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি। আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত
হয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি-এখন আমার পক্ষে কি করা
শ্রেয়স্কর। আমি তোমার শিষ্য, সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত।
দয়া করে তুমি আমাকে উপদেশ দাও॥ ২/৭



দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-১৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

দেহিনেহুগ্নিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরন্তর ন মুহ্যতি॥২/১৩

২. উচ্চারণ:

দেহিনো অগ্নিন্ ইয়োথা দেহে কৌমারং ইয়ৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ ধীরন্তর ন মুহ্যতি॥২/১৩

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

জীবের এ ঝুলদেহে কৌমার, যৌবন

বার্ধক্য অবস্থা আসে ক্রমশঃ যেমন

সেরূপ অবস্থাভেদ মৃত্যুকালে রয়

ধীমান্ ইহাতে কভু মোহিত না হয় । ২/১৩

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে: শ্রীভগবান্ বললেনঃ জীবের এ দেহে

বাল্য, যৌবন এবং বার্ধক্য এই ত্রিবিধ অবস্থা কালের গতিতে

উপস্থিত হয় । তেমনি কালের গতিতে দেহান্তর প্রাপ্তি বা মৃত্যুও

হয় । এইটি একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র । জ্ঞানিগণ তাতে

মোহগস্ত হন না ॥ ২/১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-২২)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২/২২

২. উচ্চারণ:

বাছাংছি জীর্ণানি ইয়োথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরো অপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান অন্যানি ছংইয়াতি নবানি দেহী ॥২/২২

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

জীর্ণ বস্ত্র ছাড়ি, পার্থ, যেইরূপে নরে
অপর নূতন বাস পরিধান করে,
সেইরূপ তেয়োগিয়া জীর্ণ দেহখানি
পুনরায় নব দেহ ধরেন পরাণী । ২/২২

৪. সরলাখ-গদ্য ছন্দে: শ্রীভগবান্ বললেনঃ মৃত্যু হয়
শরীরের, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র
পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন
দেহ ধারণ করেন ॥ ২/২২

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ (শ্লোক নং-৪৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি ॥২/৪৭

২. উচ্চারণ:

কর্মণ্যেব অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কর্মফল-হেতুর্ভূমা মাতে হ্সো অস্ত্ব অকর্মণি ॥২/৪৭

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

অধিকার কর্মের তব, কর্মফলে নয়

কর্মফল ই কারণ যেন হয়ো না নিশ্চয়;

কর্মফলাকাজ্জী হয়ে কর্ম না করিও

কর্ম ত্যাগে তুমি কভু আসক্ত না হইও । ২/৪৭

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান্ বললেনঃ (১) কর্মেই তোমার অধিকার আছে,

কিন্তু (২)কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নেই। (৩)

কর্মফল লাভ করাই যেন তোমার কর্মের উদ্দেশ্য না হয়।

আবার (৪) কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয় ॥ ২/৪৭

তৃতীয় অধ্যায়: কর্মযোগ (শ্লোক নং-১৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঙ্কিষৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥৩/১৩

২. উচ্চারণ:

ইযজ্ঞ-শিষ্ট অশিনহ ছন্তো মুচ্যন্তে ছর্ব- কিলবিষইহ্ ।

ভুঞ্জতে তে তু অঘং পাপা ইয়ে পচন্তি আত্মকারণাৎ ॥৩/১৩

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

যজ্ঞ-অবশিষ্ট ভোজী সাধুগণ হয়

সর্ববিধ পাপমুক্ত, জানিবে নিশ্চয়;

কিন্তু পাপ করে যারা আপনার তরে

সেই দুরাচারগণ পাপ ভোগ করে । ৩/১৩

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ যে সজ্জনগণ যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন । আর যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের অন্ন পাক করে, তারা কেবল পাপ রাশিই ভোজন করে ॥ ৩/১৩

তৃতীয় অধ্যায়: কর্মযোগ (শ্লোক নং-৩৫)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥৩/৩৫

২. উচ্চারণ:

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণহ্ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়হ্ পরধর্মো ভয়াবহ্ ॥৩/৩৫

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

সুষ্ঠুভাবে আচরিত পরধর্ম হতে

অঙ্গহীন নিজধর্ম শ্রেয় সর্ব মতে;

স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয় জেনো ধনঞ্জয়,

পরধর্ম ভয়াবহ, জানিবে নিশ্চয় । ৩/৩৫

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে স্বধর্মের অনুষ্ঠান কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত হলেও নিজ (স্ব) ধর্ম শ্রেষ্ঠ । নিজ ধর্ম পালন কালে যদি মৃত্যু হয় তা (ধর্ম-পালন) মঙ্গলজনক, কিন্তু পরধর্ম অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক ॥ ৩/৩৫

তৃতীয় অধ্যায়: কর্মযোগ (শ্লোক নং-৩৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্যেদ্যনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩/৩৭

২. উচ্চারণ:

কাম এষ ক্রোধ এষহ

রজো-গুণো-ছমুদ্ভবহ্

মহাশনো মাহপাপ্মা

বিদ্যেদ্যনম ইহ বৈরিণম্ ॥ ৩/৩৭

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

রজোগুণ হতে জাত কাম সমুদয়,

প্রতিহত হলে ক্রোধে পরিণত হয়;

অভিন্ন এ কাম ক্রোধ উগ্র তেজীয়ান্

মোক্ষমার্গে এই দুই শত্রুর সমান । ৩/৩৭

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান্ বললেনঃ ইহা কাম, ইহা ক্রোধ । রজোগুণ থেকে
এর উৎপত্তি । ইহা দুস্পূরনীয় এবং অতিশয় উগ্র । এ সংসারে
একে শত্রু বলে জানবে ॥ ৩/৩৭

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম ॥ ৪/৭

২. উচ্চারণ:

ইয়দা ইয়দা হি ধর্মহ্য গ্লানির্ ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানম্ অধর্মহ্য তদা আত্মানং সৃজামি অহম্ ॥ ৪/৭

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

যখন যখন কোন ধর্মহানি আর
অধর্ম আধিক্য হয় জগৎ মাঝার;
নিশ্চয় জানিও তুমি এ হেন সময়
আবির্ভূত হয়ে থাকি, শুন ধনঞ্জয় । ৪/৭

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ হে ভারত (অর্জুন)! যখনই ধর্মের
অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি
দেহধারণ করে অবতীর্ণ হই ॥ ৪/৭

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৮)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪/৮

২. উচ্চারণ:

পরিভ্রাণায় ছাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ।
ধর্ম-সংস্থাপন-অর্থায় ছম্ভবামি ইযুগে ইযুগে॥ ৪/৮

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

পরিভ্রাণ করিবারে সাধু মহাজনে,
বিনাশ সাধন তরে পাপকারিগণে;
ধর্ম-সংস্থাপন কার্য পূর্ণ করিবারে,
যুগে যুগে অবতীর্ণ হই এ সংসারে । ৪/৮

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ সাধুদের পরিভ্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ
এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই॥ ৪/৮

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৯)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যজ্ঞা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৪/৯

২. উচ্চারণ:

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ এবম্ ইয়ো বেত্তি তত্ত্বতহ

ত্যজ্ঞা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি ছো অর্জুন ॥ ৪/৯

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

হেন মম দিব্য জন্ম

কর্ম যেই জানে;

আমাকেই লভে, পার্থ,

দেহ তিরোধানে । ৪/৯

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ হে অর্জুন ! যিনি আমার এ প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তিনি দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি আমাকে লাভ করেন ॥ ৪/৯

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১১)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বর্ত্তানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৪/১১

২. উচ্চারণ:

ইয়ে ইয়থা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ তথৈব ভজামি অহম্ ।

মম বর্ত্তানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ছর্বশঃ ॥ ৪/১১

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

যে জন যে ভাবে, পার্থ, ভজেন আমারে,

সেই ভাবে অনুগ্রহ করি আমি তারে;

সকাম নিক্কাম পূজা যে যেমন করে,

আমারই ভজন পথ ধরে সে অন্তরে । । ৪/১১

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান্ বললেনঃ যে যে-ভাবে আমার ভজনা করে, আমি

তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি । হে পার্থ! মানবগণ নিজ সাধনার

সাহায্যে আমার পথেরই অনুসরণ করে ॥ ৪/১১

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

চাতুৰ্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্মবিভাগশঃ ।

তস্য কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্ব্যকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ৪/১৩

২. উচ্চারণ:

চতুর্ ণ্যং ময়া সৃষ্টং

গুণ-কর্ম- বিভাগশহ্

তস্য কৰ্ত্তারম অপি মাং

বিদ্বি অকৰ্ত্তারম্ অব্যয়ম্ ॥ ৪/১৩

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

গুণ আর কর্ম ভেদে সৃষ্টি আমি করি

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণ চারি,

কর্তা হলেও আমি অনাসক্ত বলে,

শ্রমহীন ও অকর্তা জানিও সকলে । ৪/১৩

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব সমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি । আমি এ প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে ॥ ৪/১৩

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৪)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৪/৩৪

২. উচ্চারণ:

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন ছেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনছ তত্ত্বদর্শিনহ॥ ৪/৩৪

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণে করি প্রণিপাত,

প্রশ্ন ও গুরুসেবা করি ইহা সাথ,

অবগত হও তুমি সেই জ্ঞানচয়,

জ্ঞানিগণ উপদেশ দিবেন তোমায় । ৪/৩৪

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ সদগুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর । বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন ॥ ৪/৩৪

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৮)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৪/৩৮

২. উচ্চারণ:

ন হি জ্ঞানেন ছদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
তৎ স্বয়ং ইযোগছংছিদ্ধহ্ কালেন আত্মনি বিন্দতি ॥ ৪/৩৮

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

জ্ঞানের সমান শুদ্ধ নাহি কিছু আর,
কর্মযোগী কালে লভে আত্মজ্ঞান সার । ৪/৩৮

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ ইহলোকে জ্ঞানের মত পবিত্র অন্য কোন বস্তু নেই । এ জন্য জ্ঞানযুক্ত যোগী যথাকালে পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৪/৩৮

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-৩৯)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেन्द्रিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪/৩৯

২. উচ্চারণ:

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরহ্ ছংযতেन्द्रিয়হ্ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্, অচিরেণ অধিগচ্ছতি ॥ ৪/৩৯

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ জিতেन्द्रিয় জন

জ্ঞান লভি পরাশান্তি আশু প্রাপ্ত হন । ৪/৩৯

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ (১) সংযতেन्द्रিয়, (২) সাধন-পরায়ণ এবং (৩) শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এ জ্ঞান লাভ করেন। সে দিব্য জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরমশান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৪/৩৯

পঞ্চম অধ্যায়: কর্মসন্ন্যাস যোগ (শ্লোক নং-১৮)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পন্ডিতা সমদর্শিনঃ॥ ৫/১৮

২. উচ্চারণ:

বিদ্যা-বিনয়-ছম্পন্নে ব্রাহ্মোনে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পন্ডিতাহঃ ছমদর্শিনহঃ॥ ৫/১৮

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

ভেদবুদ্ধি জ্ঞানশূন্য পন্ডিতে প্রবর,

বিদ্যা বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণেতে আর,

চন্ডাল গাভী ও করী, কুকুরে সমান

বুঝিয়া সর্বোপে দেখে ব্রহ্ম বিদ্যমান্ । ৫/১৮

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান্ বললেনঃ ব্রহ্মবিৎ পন্ডিতগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চন্ডালে সমদর্শী হন॥ ৫/১৮

পঞ্চম অধ্যায়: কর্মসন্ন্যাস যোগ (শ্লোক নং-২৫)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক :

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

হিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৫/২৫

২. উচ্চারণ :

লভন্তে ব্রহ্মো নির্বাণম ঋষয়ঃ ক্ষীণ কল্মষাহ্

হিন্ন-দ্বৈধা ইয়োতাত্মানহ্ ছর্বভূতহিতে রতাহ্॥ ৫/২৫

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

যাঁহাদের পাপ ক্ষীণ, সঞ্চয় বিগত,

সর্বভূত হিতে থাকি চিত্ত সুসংযত,

সেরূপ কৃপালু তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ

ব্রহ্মেতে নির্বাণ লাভ করেন তখন । ৫/২৫

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ যারা নিষ্পাপ, সংশয়শূণ্য, সংযত চিত্ত

এবং সমস্ত জীবের কল্যাণে রত, সেইরূপ ঋষিগণ ব্রহ্ম-নির্বাণ

লাভ করেন॥ ৫/২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: অভ্যাসযোগ (শ্লোক নং-১৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৬/১৭

২. উচ্চারণ:

ইযুক্তাহারবিহারহ্য ইযুক্ত চেষ্টহ্য কর্মছু

ইযুক্ত ছপ্নাববোধহ্য ইযোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৬/১৭

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

নিয়মিত হয় যাঁর আহার বিহার

নিয়মিত চেষ্টা কাজে যাঁর;

পরিমিত হয় যাঁর নিদ্রা জাগরণ,

যোগে হয় তাঁর দুঃখ নিবারণ । ৬/১৭

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান্ বললেনঃ হে অর্জুন! যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন এবং যাঁর কর্মপ্রচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, যোগ অভ্যাসের দ্বারা তাঁর দুঃখ দূর হয় ॥ ৬/১৭

সপ্তম অধ্যায়: জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১৪)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭/১৪

২. উচ্চারণ:

দৈবী হি এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭/১৪

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

গুণময়ী মোর এই দৈবী মায়া সবে

দুঃসাধ্য লঙ্ঘন করা জেনো এই ভবে;

যে মোরে ভজনা করে ভক্তি সহকারে,

সুদুস্তরা মায়া সেই অতিক্রম করে । ৭/১৪

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ আমার এ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা এ মায়া থেকে বিমুখ হয়ে আমারই শরণাগত হয়ে আমার ভজনা করেন, তাঁরা আমার কৃপায় এ মায়া থেকে উত্তীর্ণ হন (আমাকে স্বরূপত জেনে নেন) ॥ ৭/১৪

সপ্তম অধ্যায়: জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ (শ্লোক নং-১৯)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

বহুনাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৭/১৯

২. উচ্চারণ:

বহুনাং জন্মানাম অন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৭/১৯

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

বহুজন্ম পরে শেষে হ'য়ে জ্ঞানবান,

‘বাসুদেবময় জগৎ’ করি হেন জ্ঞান;

আমাকেই প্রাপ্ত হন করিয়া ভজন,

অতীব দুর্লভ সেই মহাত্মা সূজন । ৭/১৯

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ বহু জন্ম অতীত হওয়ার পর ‘বাসুদেবই সমস্ত’- এ প্রকার জ্ঞান লাভ করে জ্ঞানী সাধক আমাকে পেয়ে থাকেন । তবে এরূপ জ্ঞানবান মহাত্মা জগতে অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ৭/১৯

অষ্টম অধ্যায়: অক্ষরব্রহ্মযোগ (শ্লোক নং-৫)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

অন্তকালে চ মামেব অরম্মুক্তা কলেবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নান্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৮/৫

২. উচ্চারণ:

অন্তকালে চ মামেব অরণ সুত্তা কলেবরম্ ।

ইয়হ্ প্রয়াতি ছ মদ্ভাবং ইয়াতি নাহ্‌তি অত্র ছংশয়হ্ ॥ ৮/৫

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

অন্তিমে আমারে অরি' দেহ ত্যজে যেই,

নিশ্চয় আমার ভাব প্রাপ্ত হয় সেই । ৮/৫

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে অরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ॥ ৮/৫

অষ্টম অধ্যায়: অক্ষরব্রহ্মযোগ (শ্লোক নং-১৬)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

অব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহ অর্জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮/১৬

২. উচ্চারণ:

অব্রহ্মো ভুবনাং লোলকাহ্ পুনর্ আবর্তিনো অর্জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮/১৬

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

ব্রহ্মলোক হ'তে নিল্গ সব লোক হ'তে

জীবগণ পুনরায় জন্মে এ জগতে;

কিন্তু মোরে, হে কৌন্তেয়, প্রাপ্ত হন যিনি

পুনর্জন্ম কভু প্রাপ্ত নাহি হন তিনি । ৮/১৬

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক থেকে আরম্ভ করে
অন্যান্য সকল লোকের অধিবাসীগণ এ সংসারে পুনরায় ফিরে
আসে, কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম
হয় না॥ ৮/১৬

নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ (শ্লোক নং-২২) শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ৯/২২

২. উচ্চারণ:

অনন্যাশ্ চিন্তয়ন্তো মাং ইয়ে জনাহ্ পর্যুপাছতে ।

তেষাং নিত্য অভিযুক্তানাং ইয়গক্ষেমং বহামি অহম্ ॥ ৯/২২

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া আমারে

উপাসনা করে সদা চিন্তা উপচারে;

নিত্যযুক্ত তাঁহাদের আমি সর্বক্ষণ

ধনাদির যোগ-ক্ষেম করিহে বহন । ৯/২২

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ যেসব অনন্যচিত্ত ভক্ত সর্বদা আমার চিন্তা করতে করতে উপাসনা করে, আমাতে নিত্যযুক্ত সেসব ভক্তের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি ॥ ৯/২২

নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ (শ্লোক নং-২৬)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯/২৬

২. উচ্চারণ:

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং ইয়ো মে ভক্ত্যা প্রইয়চ্ছতি ।

তদহং ভক্তি উপহৃতম্ অশ্লামি প্রইয়তাত্মনহ্॥ ৯/২৬

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

ভক্তি সহ যেই ভক্ত পত্র, পুষ্প, আর

ফল, জল, যাহা মোরে দেয় উপহার,

নিষ্কাম বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তের অর্পিত

সে সকল লই আমি হয়ে হরষিত । ৯/২৬

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ যে ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল ইত্যাদি

ভক্তিপূর্বক আমাকে প্রদান করেন, আমি সেই শুদ্ধাচিত্ত

ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করে থাকি ॥ ৯/২৬

নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা রাজগুহযোগ (শ্লোক নং-৩৪)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

মন্যনা ভব মদুভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি যুজ্জ্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯/৩৪

২. উচ্চারণ:

মন্মনা ভব মদুভক্তো মদ্ ইয়াজী মাং নমস্কুরু ।

মামেব এষ্যসি ইযুজ্জ্বৈবম আত্মানং মৎপরায়ণহ্ ॥ ৯/৩৪

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

আমাতেই চিত্ত তুমি করহে অর্পণ,

মম ভক্ত হও, মোর করহে যজন;

প্রণাম করহ মোরে, হ'য়ে যুক্ত মন

এরূপে করহ মোরে, কুন্তীর নন্দন । ৯/৩৪

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ তুমি সর্বদা (১) মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, (২) আমাতে ভক্তিমান হও, (৩) আমার পূজা কর, (৪) আমাকেই নমস্কার কর। এরূপে মৎপরায়ণ (শরণাগত) হয়ে আমাতে মন সমাহিত করতে পারলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে ॥ ৯/৩৪

দশম অধ্যায়: বিভূতিযোগ (শ্লোক নং-১০)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০/১০

২. উচ্চারণ:

তেষাং সতত ইযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিইযোগং তং ইয়েন মাম্ উপইযান্তি তে ॥ ৯/৩৪

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

আমাতে সততযুক্ত প্রীতি পরায়ণ

উপাসনাকারিগণে করিয়া যতন;

দিয়া থাকি বুদ্ধিরূপ এহেন উপায়

যাহাতে অন্তিমে তারা আমাকেই পায় । ১০/১০

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ আমাতে মনঃপ্রান অর্পণ করে যাঁরা শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদেরকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তাঁরা আমাকে লাভ করেন ॥ ১০/১০

একাদশ অধ্যায়: বিশ্বরূপ দর্শনযোগ (শ্লোক নং-১৮)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনঙ্ঘ্রুং পুরুষো মতো মে ॥ ১১/১৮

২. উচ্চারণ:

ত্বমক্ ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমহ্য বিশ্বহ্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়হ্ শাশ্বত-ধর্ম-গোপ্তা ছনাতনহ্ ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১১/১৮

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

পরম অমর তুমি, বিশ্বের আশ্রয় ভূমি
জ্ঞাতব্য বিষয় সহকারে,
তুমিই অধ্যয় ধাতা, নিত্যধর্ম রক্ষণকর্তা
সনাতন পুরুষ আকারে । ১১/১৮

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ তুমি অক্ষর পরম ব্রহ্ম (যাকে নিৰ্গুণ-নিরাকার বলা হয়) এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য । তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয় (যাকে সগুণ-নিরাকার বলা হয়) এবং তুমিই সনাতন ধর্মের রক্ষক ও সনাতন পরমেশ্বর ভগবান (যাকে সগুণ-সাকার বলা হয়)-এই আমার অভিমত ॥ ১১/১৮

একাদশ অধ্যায়: বিশ্বরূপ দর্শনযোগ (শ্লোক নং-৩৮)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণত্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম , ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ১১/৩৮

২. উচ্চারণ:

ত্বমাদিদেবহ্ পুরুষহ্ পুরাণহ্ ত্বমহ্য বিশ্বহ্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাছি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম ত্বয়া ততং বিশ্বম অন্তরূপ ॥ ১১/৩৮

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

হে অনন্ত । তুমি আদি দেবতা মহান,
অনাদি পুরুষ, বিশ্ব পরম নিধান,
তুমি জ্ঞাতা, জেয়, আর বিষ্ণুপদ তুমি
প্রশান্ত ব্যাপিয়া আছ, ওহে অর্ত্যামী । ১১/৩৮

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ হে অনন্তরূপ! তুমি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ । তুমি এ জগতের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য । তুমি পরমধাম । তোমার দ্বারাই এ জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে ॥ ১১/৩৮

দ্বাদশ অধ্যায়: ভক্তিয়োগ (শ্লোক নং-১৬)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্বরম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২/১৬

২. উচ্চারণ:

অনপেক্ষহ্ শুচির দক্ষ উদাহীনো গতব্যথহ্

হ্র্বারম্ভ পরিত্যাগী ইয়ো মদ্ভক্তহ্ ছ মে প্রিয়হ্ ॥ ১২/১৬

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

স্পৃহাহীন অনলস শুচি উদাসীন

তাড়িত হলেও যিনি মনোব্যথাহীন,

ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম ত্যাগী যিনি

পরম ভকত বলে, মোর প্রিয় তিনি । ১২/১৬

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ সে যোগী, নিঃস্পৃহ, নিরপেক্ষ, সর্বদা

পবিত্র, দক্ষ ও সর্বত্যাগী, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত ॥ ১২/১৬

দ্বাদশ অধ্যায়: ভক্তিযোগ (শ্লোক নং-২০)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।

শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তে তীব মে প্রিয়াঃ॥ ১২/২০

২. উচ্চারণ:

ইয়ে তু ধর্ম অমৃতমিদং ইয়থো উক্তং পরইয়ুপাছতে ।

শ্রদ্ধধানা মৎপরমাহ ভক্তাস্তে অতীব মে প্রিয়াহ্॥ ১২/২০

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

হেন ধর্মামৃত করে অনুষ্ঠান করে যারা,

শ্রদ্ধাশীল প্রিয়তম মমভক্ত তারা । ১২/২০

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ যে সকল ভক্ত পূর্বোক্ত ৩৯টি অমৃততুল্য

ধর্ম পালন করেন, আমাতে যাঁদের শ্রদ্ধা আছে এবং একমাত্র

আমাকেই পরম আশ্রয় বলে জানেন সে-সকল ভক্তই আমার

অত্যন্ত প্রিয়॥ ১২/২০

ত্রয়োদশ অধ্যায়: ত্রেক্ষ-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ (শ্লোক নং-১৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

জ্ঞেয়ং যত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ।

অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসদুচ্যতে ॥ ১৩/১৩

২. উচ্চারণ:

জ্ঞেয়ং ইয়ং তং প্রবক্ষ্যামি ইয়ং জ্ঞাত্বা অমৃতম অশ্নুতে ।

অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন হত তন্নাহদ উচ্যতে ॥ ১৩/১৩

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

জ্ঞেয় যাহা কহিতেছি, জানিলে তা মোক্ষ পাবে,

অনাদি পরম ব্রহ্ম তাহা,

বিধি ও নিষেধ মুখে প্রমাণ অতীত ব'লে,

সৎ বা অসৎ নহে যাহা । ১৩/১৩

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ আমি তোমাকে এখন জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বলছি, যা জেনে তুমি অমৃতত্ব লাভ করবে। সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ। তিনি সৎ-ও নহেন, অসৎ-ও নহেন ॥ ১৩/১৩

চতুর্দশ অধ্যায়: গুণত্রয় বিভাগযোগ (শ্লোক নং-২৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।

শাস্বতস্য চ ধর্মস্য সুখসৈকান্তিকস্য চ॥ ১৪/২৭

২. উচ্চারণ:

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতহ্য অব্যয়হ্য চ ।

শাস্বতহ্য চ ধর্মহ্য ছুখহ্য ঐকান্তিকহ্য চ ॥ ১৪/২৭

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

ব্রহ্মের প্রতিমারূপ ঘনীভূত ব্রহ্ম আমি,

নিত্য মোক্ষ ধর্ম সনাতন;

সেইহেতু চিরশান্তি অখন্ড সুখের মোর

প্রতিমা-স্বরূপ চিরন্তন । ১৪/২৭

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান্ বললেনঃ আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ বাসুদেব ।

আমি অব্যয় অমৃতত্ব স্বরূপ । আমিই শাস্বত ধর্ম এবং আমিই

ঐকান্তিক সুখের নিদান॥ ১৪/২৭

পঞ্চদশ অধ্যায়: পুরুষোত্তমযোগ (শ্লোক নং-১)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বথং প্রাহুরব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তুং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৫/১

২. উচ্চারণ:

উর্ধ্ব-মূলম-অধঃ-শাখম্ অশ্বথং প্রাহুর-অব্যয়ম্ ।

ছন্দাংছি ইয়চ্চ পর্ণানি ইয়চ্ছতং বেদ ছ বেদবিৎ ॥ ১৫/১

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

সংসার অশ্বথ বৃক্ষ, কহে জ্ঞানিগণ,

উর্ধ্বে তার মূলরূপে স্থিত নারায়ণ,

অধোদিকে শাখা তার হিরণ্যগর্ভাদি

বেদ-মন্ত্ররূপে পত্র শোভিছে অনাদি:

হেন নিত্য অশ্বথকে জানে যেই জন,

সেই জ্ঞানী প্রকৃতই বেদ-পরায়ণ । ১৫/১

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে :

শ্রীভগবান্ বললেনঃ পণ্ডিতগণ বলেন, এই সংসার একটি অশ্বথবৃক্ষ । উহার মূল উপরের দিকে এবং ডালগুলি নিচের দিকে । বেদমন্ত্র সকল উহার পত্রস্বরূপ । সংসাররূপ অশ্বথ বৃক্ষকে যিনি জানেন তিনিই বেদজ্ঞ ॥ ১৫/১

পঞ্চদশ অধ্যায়: পুরুষোত্তমযোগ (শ্লোক নং-৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি॥ ১৫/৭

২. উচ্চারণ:

মমৈব অংশো জীবলোকে জীবভূতহ্ সনাতনহ্ ।
মনহ্-ষষ্ঠানী ইন্দ্রিয়াণি প্রকৃতি-স্থানি কৰ্ষতি ॥ ১৫/৭

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

জীব ভাবাপন্ন মোর অংশ সনাতন
সর্বদা সংসারীরূপে খ্যাত যারা হন;
সংসার ভোগার্থে তারা করে আকর্ষণ
প্রকৃতিতে স্থিত এই পঞ্চেন্দ্রিয় মন । ১৫/৭

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ এ দেহে আমারই সনাতন অংশ
জীবাত্মা-প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে এই
সংসারে আকর্ষণ করেন॥ ১৫/৭

ষোড়শ অধ্যায়: দৈবাসুর-সম্পদ বিভাগযোগ (শ্লোক নং ১-৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১৬/১

অহিংসা সত্যমক্ৰোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেশ্বলোলুপ্তং, মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ১৬/২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ১৬/৩

২. উচ্চারণ:

অভয়ং ছত্ত্ব-ছংশুদ্ধিহ্ জ্ঞান-ইয়োগ-ব্যবস্থিতিহ্ ।

দানং দমশ্চ ইয়জ্ঞশ্চ ছাধ্যায়ছতপ আর্জবম্ ॥ ১৬/১

অহিংছা ছত্যম অক্ৰোধহ্ ত্যাগহ্ শান্তির্-অপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেশু অলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীর'অচাপলম্ ॥ ১৬/২

তেজহ্-ক্ক্ষমা ধৃতিহ্ শৌচম্ অদ্রোহো ন অতিমানিতা ।

ভবন্তি ছম্পদং দৈবীম্ অভিজাতহ্য ভারত ॥ ১৬/৩

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

হে ভারত! নির্ভীকতা, চিত্ত প্রসন্নতা, আত্মজ্ঞান-যোগ নিষ্ঠা,
দান, সংযমতা, যজ্ঞ, তপঃ, সরলতা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, অক্ৰোধ,
অহিংসা, সত্য, শান্তি পরায়ণ, ত্যাগ, পরনিন্দাহীন, দয়া

ভূতগণে, লোভশূণ্য, মৃদুবাব, ক্ষমা, লজ্জা মনে, চপলতাশূন্য, তেজ, অদ্রোহ স্বভাব, ধৃতি, শৌচ, নিজ মান্য-অভিমানাভাব, এই ষড়-বিংশ গুণ যোগ্য দেবতার সাত্ত্বিকী সম্পদে লক্ষ্য করি অনিবার সংসারে করেন যাঁরা জনম গ্রহণ তাঁহাদেরই হ'য়ে থাকে এ সব লক্ষন । ১৬/১-৩

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে :

শ্রীভগবান বললেনঃ হে ভারত! (১) নির্ভীকতা (ভগবানের উপর দৃঢ়তার সঙ্গে ভরসা করে নির্ভয়ভাবে থাকা), (২) চিত্তশুদ্ধি, (৩) জ্ঞানের জন্য যোগ দৃঢ়ভাবে অবস্থান, (৪) সাত্ত্বিক দান, (৫) ইন্দ্রিয় সংযম, (৬) যজ্ঞ (নিজ নিজ কর্তব্য পালন করা), (৭) শাস্ত্র-পাঠ (শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসমূহ নিজ জীবনে পালন করা), (৮) তপস্যা, (৯) কায়মনোবাক্য সরলতা, (১০) অহিংসা (১১) সত্যভাষণ, (১২) ক্রোধহীনতা, (১৩) কামনা-বাসনা ত্যাগ, (১৪) চিত্তে রাগ-দ্বেষজনিভ চাঞ্চল্য না হওয়া, (১৫) পরনিন্দা-বর্জন, (১৬) জীবে দয়া, (১৭) লোভহীনতা, (১৮) মৃদুতা/বিনয়, (১৯) কু-কর্মে লজ্জা, (২০) অচপলতা (অচাঞ্চল্য অর্থাৎ যেকোন পরিস্থিতিতে মনকে স্থির রাখা), (২১) তেজস্বিতা, (২২) ক্ষমা, (২৩) ধৈর্য, (২৪) শারীরিক শুদ্ধি, (২৫) শত্রুভাব না রাখা এবং (২৬) অংকার-শূন্যতা-এই ২৬টি গুণ দৈবী-সম্পদপ্রাপ্ত মানুষের লক্ষণ ॥ ১৬/১-৩

ষোড়শ অধ্যায়: দৈবাসুর-সম্পদ বিভাগযোগ (শ্লোক নং-২১) শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ১৬/২১

২. উচ্চারণ:

ত্রিবিধং নরকস্চে ইদং দ্বারং নাশনম আত্মনহ্

কামহ্ ক্রোধহ্-তথা লোভহ তস্মাদেতদ্ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৬/২১

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে :

কাম, ক্রোধ, লোভ— এই তিন প্রকারের

নরকের দ্বার' তাই আত্ম বিনাশের;

রূপে তারা প্রাণিদের নীচ যোনি লয়,

অতএব এই তিন সদা ত্যাজ্য হয় । ১৬/২১

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ কাম, ক্রোধ এবং লোভ-এ তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ । ইহাই আত্মার বিনাশের মূল, অতএব ঐ তিনটি দোষ পরিত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য॥ ১৬/২১

সপ্তদশ অধ্যায়: শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ (শ্লোক নং-২৩)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥১৭/২৩

২. উচ্চারণ:

ওঁ তৎসদ ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণছ ত্রিবিধহ্ স্মৃতহ্ ।

ব্রাহ্মণাছতেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাহ্ পুরা ॥ ১৭/২৩

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

“ওম্ তৎ সৎ”—এই তিনটি ব্রহ্মের নাম

হইতেছে শাস্ত্রে নির্দেশিত,

সৃষ্টির প্রথমে এই ত্রিবিধ নামের দ্বারা

বেদ যজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিহিত । ১৭/২৩

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান্ বললেনঃ ‘ওঁ তৎ সৎ’ এ তিনটি শব্দ পরমাত্মার

নাম—এটাই শাস্ত্রে কথিত আছে। পরমাত্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে

বেদবিদ ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন। অতএব সেই

পরমাত্মার নাম স্মরণ করেই যজ্ঞাদি ক্রিয়া আরম্ভ করা

উচিত ॥ ১৭/২৩

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৪২)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮/৪২

২. উচ্চারণ:

শমো দমহ্ তপহ্ শৌচং ক্ষান্তির্ আর্জবম্ এব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ আস্থতিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮/৪২

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

শম দম তপঃ শৌচ ক্ষমা সরলতা,

শাস্ত্রজ্ঞান অনুভব আর আস্তিকতা;

এ সকল গুণগুলি স্বভাব সঞ্জাত

শুদ্ধচেতা ব্রাহ্মণের কর্ম বলি খ্যাত । ১৮/৪২

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা

জ্ঞান, আস্তিক্য ব্রাহ্মণের কর্ম ॥ ১৮/৪২

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৪৭)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বভাবনীয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ১৮/৪৭

২. উচ্চারণ:

শ্রেয়ান্ ছধর্মো বিগুণহ্ পরধর্মাৎ ছু-অনুষ্ঠিতাৎ ।

ছভাব নিয়তং কর্ম কুর্বন্ ন আপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ১৮/৪৭

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম সাধন

পূর্ণ পরধর্ম হ'তে শ্রেষ্ঠ অনুক্ষণ;

স্বভাব বিহিত কর্ম করি আচরণ

পাপভাগী লোকে নাহি হয় কদাচন । ১৮/৪৭

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ স্বর্ধর্মোচিত কর্ম দোষবিশিষ্ট হলেও উত্তম
রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয় । কারণ স্বভাব অনুসারে
কর্ম করলে মানুষ পাপের ভাগী হয় না ॥ ১৮/৪৭

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬১)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়ায়া ॥ ১৮/৬১

২. উচ্চারণ:

ঈশ্বরহ্ হর্ব-ভূতানাং হৃদ্যেশে অর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ হর্ব-ভূতানি যন্ত্র আরূঢ়ানি মায়ায়া ॥ ১৮/৬১

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

অন্তর্যামী ভগবান নিজ শক্তি বশে

দেহরূপ যন্ত্রে উঠি মায়ার পরশে;

দেহজ্ঞানী জীবগণে করিয়া চালিত

সর্বভূত হৃদ্যেশে হন অধিষ্ঠিত । ১৮/৬১

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ হে অর্জুন! ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত । তিনি নিজ মায়ার দ্বারা যন্ত্রে আরূঢ় পুতুলের ন্যায় তাদেরকে চালিত করেন ॥ ১৮/৬১

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬৫)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

মননা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়ো হসি মে ॥ ১৮/৬৫

২. উচ্চারণ:

মনমনা ভব মদ্ভক্তো মদইয়াজী মাং নমস্কুরু ।

মামেব এষ্যসি ছত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়ো অছি মে ॥ ১৮/৬৫

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

আমাতে মন প্রাণ কর সমর্পণ,

মম ভক্ত হও তুমি করি শুদ্ধ মন,

আমারি উদ্দেশে যজ্ঞ কর তুমি আর

আমাকেই প্রীতিভরে কর নমস্কার;

সত্যই প্রতিজ্ঞা করি কহি ইহা আমি,

কেন না অতীব মোর প্রিয় হও তুমি । ১৮/৬৫

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর এবং আমার ভক্ত হও । আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর । তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় । এজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, এভাবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে ॥ ১৮/৬৫

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৬৬)

শ্রীভগবান্ উবাচ

১. মূল শ্লোক:

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮/৬৬

২. উচ্চারণ:

ছর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং ছর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচহ্ ॥ ১৮/৬৬

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে :

সর্ব-ধর্ম করি পরিহার, কুন্তীর নন্দন,

একমাত্র আমারই লওহে শরণ,

সর্বপাপ হ'তে মুক্ত করিব তোমায়,

শোকাকুল হ'য়ো নাকো বৃথা আশঙ্কায় । ১৮/৬৬

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

শ্রীভগবান বললেনঃ সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার

শরণাগত হও । আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব ।

সে বিষয়ে তুমি কোন দৃষ্টিভঙ্গি করো না ॥ ১৮/৬৬

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৭৩)

অর্জুন উবাচ

১. মূল শ্লোক:

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।

স্থিতো হুস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ১৮/৭৩

২. উচ্চারণ:

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদাৎ ময়া অচ্যুত ।

স্থিতো অহ্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ১৮/৭৩

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

হে অচ্যুত! লবে মোর তোমায় কৃপায়

বিনষ্ট হইল মোহ, দ্বিধা নাহি তায়,

আমার স্বরূপ-স্মৃতি হ'ল জাগরিত,

যুদ্ধের নিমিত্ত আমি হ'লাম উত্তিত,

সকল সংশয় মোর হবে অপহত,

তোমার আদেশে আমি হব কার্যরত । ১৮/৭৩

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

অর্জুন বললেনঃ হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় এখন আমার মোহ দূর হয়েছে। আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে, আমি যথাঙ্গানে অবস্থিত হয়েছি এবং আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে। আমি এখন তোমার নির্দেশ অনুসারে আচরণ করব॥ ১৮/৭৩

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (শ্লোক নং-৭৮)

সঞ্জয় উবাচ

১. মূল শ্লোক:

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতীধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ১৮/৭৮

২. উচ্চারণ:

ইয়ত্র ইয়গেশ্বরহ্ কৃষ্ণো ইয়ত্র পার্থো ধনুর্ধরহ ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতির ধ্রুবা নীতিরমতিরমম ॥ ১৮/৭৮

৩. সরলার্থ-পদ্য ছন্দে:

যে পক্ষে থাকেন এই কৃষ্ণ যোগেশ্বর,

যে স্থানে থাকেন আর পার্থ ধনুর্ধর,

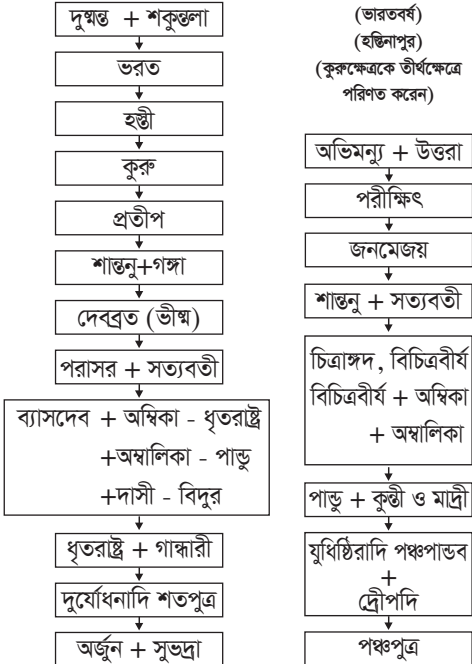
সে পক্ষেই রাজলক্ষ্মী, বিজয়, সম্প,

আর স্থির নীতি থাকে,—ইহা মোর মত । ১৮/৭৮

৪. সরলার্থ-গদ্য ছন্দে:

সঞ্জয় বললেনঃ যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই ঐশ্বর্য, বিজয়, সামগ্রিক অভ্যুদয় ও সনাতন ধর্মনীতি বর্তমান—এটিই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ॥ ১৮/৭৮

মহাভারতে বংশ পরিচয়



শিক্ষা-ধর্ম-নৈতিকতা মশিগশি প্রকল্পের সারকথা



প্রকল্পের একটি গীতা শিক্ষাকেন্দ্র

